অন্ধ বরতীময়

Mark 10:46-52 #192

যীশু জেরুসালেমের উদ্দেশ্যে চলেছেন। কিছুক্ষণ আগেই তিনি শিষ্যদের বলেছেন যে তিনি সকল মানুষের মুক্তির মূল্যস্বরূপ নিজের জীবন দান করবেন। কেউ বুঝতে পারে নি এর অর্থ কি। তাঁর অনেক অনুসরণকারী ছিল। অনেকেই আশা করেছিল যে যীশু রোমান শাসনকর্তাদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন।

আমি যিরীহো শহরের বাইরে ভিক্ষা করি। যাতায়াতের পথে লোকেদের এই কথা আমি বলতে শুনেছি। এই জায়গাটা ভিক্ষা করার জন্য বেশ ভাল কারণ এই পথ ধরেই তীর্থযাত্রীরা তাদের যাবতীয় ভক্তি ও উৎসাহ নিয়ে জেরুসালেমে যায়। তারা পূণ্য করার জন্য ভিক্ষা দিতে পিছপা হয় না। তাদের কাছে ভিক্ষা দেওয়া মানে ঈশ্বরকে ভক্তি দেখানো।

লোকেরা আমার নাম জানে না। আমার নাম বরতীময়. তীময়ের ছেলে। আমি নিঃস্ব, আমার নিজের কোন ঘর নেই, আমার স্ত্রী নেই, আমার কোন পরিবার নেই, কোন কাজ নেই, কোন আয় নেই, কোন শিক্ষা নেই। লোকেরা আমাকে চেনে আমার একটি জিনিস না থাকার জন্য – আমার দৃষ্টি - আমার শরীরে আর কোন খুঁত নেই কিন্তু লোকেরা আমাকে অন্ধ বলে ডাকে। আমি দৃষ্টিহীন হলেও আমি কিন্তু ভালই চীৎকার করতে পারি। লোকেরা আমাকে ধাক্কা দেয়, নীচু চোখে দেখে আর তারা আমাকে বলে যে আমি ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত। সকলের থেকে পরিত্যক্ত হয়ে, একা থাকতে থাকতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। কেউ আমাকে কোন কিছুর যোগ্য বলে মনে করে না।

একটা বিষয় আমি নিশ্চিত যে যখন মশীহ আসবেন তিনি কোন ভেদাভেদ করবেন না। তিনি সর্বদা দরিদ্র ও নিপীড়িত – যারা আমার মত, তাদের পাশে থাকবেন। তাঁর প্রতি আমার একটা আশা আছে।

আজ যেন সারা শহরটা জেগে উঠেছে। আমি শুনেছি যে নাসরতের যীশু আজ এই রাস্তা দিয়ে যাবেন। শুনেছি. তিনি আমার মত অনেক কে, যাদের কোন আশা ছিল না তাদেরকে সুস্থ করেছেন। তাঁর কাজ সকল দেখে আমার মনে হচ্ছে তিনিই মশীহ। তিনি সত্যিই তাই, তিনি আমাদের মহান রাজা দায়ুদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। বেশীরভাগ লোক আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে তিনি রোমানদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবেন – কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি তাঁকে দেখতে চাই। আমি শুনতে পাচ্ছি, মানুষের চিৎকার ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে।
যীশু নিশ্চয়ই খুব কাছে এসে গেছেন। আমি চীৎকার করতে শুরু করলাম, **"যীশু, দায়ূদ সন্তান আমার প্রতি দয়া করুন"**। আমার চীৎকার শুনে কয়েকজন খুব বিরক্ত হল। তারা আমাকে চুপ করতে বলল।

আমি আরো জোরে চীৎকার করে উঠলাম। আমি চোখে না দেখতে পেলেও জোরে জোরে চীৎকার করতে আমি বেশ ভালই পারি। আমি জোরে বলে উঠলাম, **"দায়ূদ সন্তান আমার প্রতি দয়া করুন।"** এবারে আরো বেশী লোক রেগে গেল। তারা মনে করছে আমি তাদের মুক্তিদাতার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। যীশু কত দূরে আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই কিন্তু আমি এই চীৎকারের দ্বারা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লোকেরা যাই ভাবুক না কেন আমি চীৎকার থামাব না। এই যীশু, আমার মত অনেক অসহায়কে সাহায্য করেছেন। এবং তিনি অলৌকিকভাবে তাদেরকে সুস্থ করেছেন, যা শুধু ঈশ্বরের দ্বারাই করা সম্ভব। আর এসব শোনার পর আমার মনে হয়েছে যে যীশুই মশীহ – তাছাড়া আমিও কিছু শাস্ত্রবাক্য জানি যেখানে তাঁরই মতো কারও আসার কথা লেখা আছে। যে কোন ভাবে আমাকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতেই হবে – এই রাস্তার ধারে, যিরীহো শহরের বাইরে, যিরুশালেমের পথে ! এটাই সঠিক সময়। আরো জোরে আমি চীৎকার করে উঠলাম।

অন্যদের কথার আওয়াজ যেন কমে আসছে মনে হল। লোকেদের পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। আমার মনে হল উনি খুব কাছে এসে গেছেন। এখন কেউ আর আমাকে চীৎকার করতে বারণ করছে না। কেউ একজন আমার কাছে এসে বলল, **"আরে আনন্দ কর! লাফাও! উনি তোমাকে ডাকছেন।"**
আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ের চাদরটা খুলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমি অনুভব করলাম কয়েকজন আমাকে হাত ধরে কোথাও যেন নিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি যাবার পর তারা থামল। আমার মনে হল এক অসাধারণ কারোর উপস্থিতিতে আমি এই মূহুর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যীশু। হ্যাঁ, ইনি যীশু। সমস্ত জনতা নীরব হয়ে গেছে। শুধুমাত্র আমি আর যীশু মুখোমুখি।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"তুমি কি চাও তোমার জন্য আমি কি করি?"** তিনি জানেন আমি অন্ধ। তাঁর প্রশ্ন শুনে আমার মনে আশার সঞ্চার হল। আমার মনের গভীরে এক অদ্ভুত অনূভূতি জাগল। আমার এই অভিশপ্ত জীবন – যা আমাকে অসহায় অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে, পরনির্ভরশীল করে তুলেছে, সেই জীবনের উপর জয়লাভ করার জন্য যেন যীশু আমাকে এই আমন্ত্রণ দিচ্ছেন। কয়েক মূহুর্তের জন্য মনে হল যে এটা আমার সময়, আমি যাকে মশীহ বলে বিশ্বাস করি সেই যীশুর কাছে আমি এই মূহূর্তে যে কোন অনুরোধ আমার জন্য করতে পারি, আর তিনি নিজে সেই আমন্ত্রণ দিচ্ছেন। জনতার দল আমাকে এখন একটা আপদ বলে মনে করছে আর তারা আমাকে থামতে বলল। যীশু মশীহ, তিনি আমার জন্য সকলকে থামিয়ে দিয়েছেন আর আমাকে বলছেন যে আমি তাঁর কাছে কি চাই! যেটা আমার খুশী। তিনি মশীহ – তিনি আমার মত একজনের জন্য সময় দিচ্ছেন! তাঁর জিজ্ঞাসায় উৎসাহিত হয়ে আমি কোন দ্বিধা না রেখে বললাম, **"রব্বি, গুরু, আমি দেখতে চাই"**। আমি আর অন্ধ হয়ে, অসহায় অবস্থায়, পরনির্ভরশীল হয়ে পরের তাচ্ছিল্যে পড়ে থাকতে চাই না। আমি দৃষ্টি ফিরে পেতে চাই। আমি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বনির্ভর হতে চাই। আমি বিশ্বাস করি আপনি তা করতে

পারেন। এগুলো বলতে বলতে আমার সাহস যেন আরো বেড়ে গেল আর আমার মনে হলো যে আমি ঠিক কথাই বলছি।

যীশু আমাকে বলললেন, **"যাও তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্হ করল"**। কি? আমি ভেবেছিলাম যীশু আমাকে সুস্হ করবেন কিন্তু তিনি বলছেন আমার বিশ্বাস আমাকে সুস্হ করেছে। তাঁর এই কথাগুলো আমাকে আরো শক্তি দিল, আরো বিশ্বাস জোগালো আর সত্যিই আমি ভাল হয়ে গেলাম। আমার চোখ ক্রমশঃ আলো দেখতে পেল, লোকেদের শরীরগুলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে লাগল আর আমার চোখের সামনে এক অপূর্ব সুন্দর একজনকে আমি দেখতে পেলাম। দৃষ্টি ফিরে পাবার পর সর্বপ্রথম আমি দুচোখে যাঁকে দেখলাম তিনি যীশু। আমি কখনও ওই মুখাবয়ব, তাঁর অপূর্ব হাসি, তাঁর সমবেদনা ভুলব না। এই অতি সুন্দর মূহূর্তটি যেন শেষ না হয়। তিনি আমার দিকে দেখলেন – তাঁর দৃষ্টিতে আমি আমার জন্য প্রেম দেখতে পেলাম। আমাকে মশীহ আপন করে নিয়েছেন। আমি এখন তাঁর।

তিনি কি করে এটা করলেন? আমি জানি না কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যে তিনি কোন কিছু ঘোষণা করলেন না, কোন যাদুশব্দ নয়, শুধু 'তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্হ করেছে' – এই কথাগুলো বললেন। এই শব্দগুলো আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল। আমি কেবলমাত্র দৃষ্টি নয় কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী কিছু লাভ করলাম। আমি সেই অভিশাপ যা আমার অন্তরকে বিকলাঙ্গ, অসহায় করে রেখেছিল তার থেকে মুক্তি পেলাম। প্রত্যেকদিন আমি শুনতাম অন্য সকলে আমাকে বলছে 'ওই দেখ, অন্ধ ভিখারি' – ওঃ কি নিদারুণ! ওই অভিশাপগুলো ছিল।

এখন সকলে দেখুক – আমি আর অন্ধ নই, আমি আর অসহায় নই। যীশু আমাকে নিজের পায়ে চলার, স্বনির্ভর হওয়ার উপায় করে দিয়েছেন। আমি যখন জীবনে প্রথমবার দেখতে পেলাম, আমি যীশুকে দেখেছিলাম – হ্যাঁ, যীশুর ওই সুন্দর মুখ আমি দেখেছিলাম। আমি যে শুধু দেখতে পেয়েছি তা নয়, আমি মশীহকে দেখেছি। আমি মুক্তি পেয়েছি। আমি এমন একজনকে পেয়েছি যিনি আমাকে আমার ভিক্ষাপাত্র, আমার অন্ধত্ব, অসহায়তায় ভরা, আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকা এক অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

সমাজের মূলস্রোতে আমি ফিরে এলাম। আমি যীশুকে অনুসরণ করে হাঁটতে লাগলাম। এতদিন লোকের মুখে আমি অন্যদের খবর শুনতাম কিন্তু আজ সকলের কাছে আমি নিজেই এক খবর। আমি যীশুর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আর লোকেরা আমার কাছে আসতে লাগল কত কিছু শেখার জন্য। আমি...একজন শিক্ষক! বেশ মজার। এটাই মূক্তি।

তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কিভাবে যীশুর মনোযোগ আকর্ষণ করলে'? আমি বললাম, "আমার মত সবকিছু ঠিকঠাক কর তাহলেই হবে"।
তারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন কোন জিনিস ঠিক করেছ?"
আমি তাদের বললাম...
প্রথমতঃ, আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি যে তিনি কে। তিনি মনুষ্যপুত্র. তিনি প্রভু, প্রকৃত শিক্ষক। আর তোমরা চাও যে তিনি মশীহ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। তোমরা ভুল করছ। তিনি সত্যিই মশীহ। তিনি পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অসুস্থতা এবং অসহায়তার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমি সঠিক অবস্থানে ছিলাম – একজন ভিখারি যার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। অনেকে মনে করে যে অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়া দরকার – কিন্তু তাঁর কাছে, যিনি প্রকৃত মশীহ সেই যীশুর কাছে তা নয়। যারা অসহায় ভিক্ষুক তাদের সাহায্য করার তিনি তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি সঠিক অবস্থানে ছিলাম।

তৃতীয়তঃ, আমি সঠিক উপায় বেছে নিয়েছিলাম। আমি সক্রিয় ছিলাম, সাহায্যের পাওয়ার জন্য মরিয়া ছিলাম। আমি অন্যের ভরসায় থাকি নি। আমি সাহায্য পাওয়ার জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম আর আমি সুযোগ পাওয়ামাত্র চীৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম।

চতুর্থতঃ, আমার সঠিক বক্তব্য ছিল। আমার যেটা দরকার ছিল আমি যীশুর কাছে শুধু সেটাই চেয়েছিলাম আর তিনি তা শুনেছিলেন এবং আমার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন।

পঞ্চমতঃ, আমার সঠিক মনোভাব ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে যীশু আমাকে সুস্থ করতে পারেন এবং তিনি তাইই করেছেন। আর আমার বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি আমায় সুস্থ করেছেন – আমি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছি।

অবশেষে, আমার প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল। আমার চাওয়া-পাওয়া মিটে যাবার পর যে আমি ফিরে এসেছিলাম তা নয় কিন্তু আমি সমস্ত পথে যীশুকে অনুসরণ করেছি এবং আজও করে চলেছি।

“তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ”? সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি তাদের বললাম যে যদি তোমরা জানতে যে আমি কোথায় ছিলাম আর এখন কোথায় আছি তাহলে তোমরা জানতে যে এখন আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি এক নিঃসঙ্গ ভিখারি ছিলাম, রাস্তার ধার ছিল আমার থাকার জায়গা। যীশুর থেকে তখন আমি অনেক দূরে। তারপর আমি জোরে, আরো জোরে চীৎকার করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম। তারপর তিনি থামলেন, আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাক শুনে লাফ দিয়ে উঠলাম – তাঁর কাছে গেলাম। তারপর আমরা পরস্পর কথা বললাম। যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন আমি ভিতর থেকে এক শক্তি পাচ্ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে আমি শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ হয়েছি। আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রথম মানুষের মুখ আমি দেখলাম আর তিনি যীশু। এটা একেবারে আমার অন্তরকে ছুঁয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানেই সবকিছু থেমে যায় নি। তিনি আমার বিশ্বাসের প্রশংসা করলেন যে আমি তাঁকে মশীহরূপে গ্রহণ করেছি। তিনি আমার **আত্মাকে** আরোগ্য করলেন। আমি সারা রাস্তা তাঁকে অনুসরণ করে এসেছি। তিনি আমাকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনেছেন। এখন আমি **সামাজিকভাবে** এবং **মানসিকভাবে** সম্পূর্ণ সুস্থ।

আমি এখন কোথায় যাচ্ছি? আমি এখন যীশুর সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ হবো। তিনি আমার জীবনের কথা অন্যদের বলছেন যে আমি কিভাবে তাঁকে আমার জীবনের মশীহরূপে গ্রহণ করেছি। তিনি চিরকালের জন্য আমাকে তাঁর সাথে তাঁর অনন্ত বাসস্থানে রাখবেন। এটাই হল **মুক্তি**।

গল্পের মূল অংশ

তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কিভাবে যীশুর সঙ্গে দেখা করবো। আমি তো অন্ধ নই। আমাকে কি করতে হবে?" আমি তাদের বললাম যে তোমরা ভালভাবে ভেবে দেখ আমার জীবনে কি ঘটেছে আর জীবনের এই অভিজ্ঞতার মাঝেই আছে তোমাদের কি করণীয়।

শুরুতে, যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা যিরীহোতে গিয়েছিলন।

আর আমি অন্ধভিক্ষুক পথের ধারে বসেছিলাম

তারপর আমি শুনতে পেলাম যীশু আসছে আর আমি তাঁর দয়ার জন্য চীৎকার করলাম

অনেকে আমাকে চীৎকার থামাতে বলল

তারপর যীশু থামলেন আর আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন

যীশু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি আমার জন্য কি করবেন

আমি সকলকে উপেক্ষা করে বললাম, "রব্বি, আমি দেখতে চাই"।

যীশু আমার কথা শুনে বললেন তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে

তারপর আমি দেখতে পেলাম আর সামনে এগিয়ে গেলাম

আর পরিশেষে, তাঁরা যীরুশালেমের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন।

আমার জীবনে ঘটে যাওয়া এই পাঁচজোড়া বিপরীতধর্মী ঘটনার মধ্যে মাত্র একটাই বলার মত ঘটনা আর তা হল যীশুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আর এটাই তোমদের জীবনেও করতে হবে।

→ আমি আমার সমস্ত পুরাতন পোশাক পরিত্যাগ করেছিলাম, ওগুলো আমাকে পিছনে টেনে রেখেছিল। আমি আনন্দে লাফ দিয়ে উঠেছিলাম আর যীশুর কাছে এসেছিলাম।

প্রত্যেককেই এটা করতে হবে। সকল বাধা ছুঁড়ে ফেলে যীশুকে মনপ্রাণ দিয়ে খুঁজতে হবে আর আপনার প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছে আপনাকে আসতে হবে। বিশ্বাস করুন, তিনিই আপনার সকল সমস্যার উত্তর। তিনি আমার জন্য যা করেছেন, আপনার জীবনেও তা করবেন। তিনি আপনার জীবনকে মুক্ত করবেন, নূতন দৃষ্টি দেবেন এবং আপনাকে এক নূতন যাত্রাপথের সন্ধান দেবেন যেখানে আপনি সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করবেন আর ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীর অন্তরঙ্গতার সম্পর্কে বাঁধা পড়বেন।

অন্ধ বরতীময়

1. বাস্তব প্রশ্নাবলী

1. অন্ধ মানুষটির নাম কি ?
2. তার বাবার নাম কি ?
3. কোন শহরের বাইরে সে ছিল ?
4. সে কি নামে যীশুকে চীৎকার করে ডেকেছিল ?
5. সে কেন চীৎকার করেছিল ?
6. যীশুকে সে কিরূপে তার জীবনে দেখেছিল ?
7. তাকে কি করতে বলা হয়েছিল ?
8. যীশু তাকে সুস্থ করার সময় কি বলেছিল ?
9. যীশুর কাছ থেকে সে কি মনোভাব পেয়েছিল ?
10. যীশুর কাছে এসে যে তার লাভ হয়েছিল তা কোন শব্দটির মধ্যে থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ?

বরতীময়	সমবেদনা	বিশ্বাস	যিরীহো	করুণা
মুক্তি	দৃষ্টি	দায়ুদ-সন্তান	গুরু	তীময়

	গল্প থেকে প্রশ্ন	ব্যক্তিগত প্রশ্ন
2.	বরতীময়ের জীবনে কি কুসংস্কার ও অসুবিধা ছিল ?	আপনার জীবনে কি কুসংস্কার ও অসুবিধা আছে ?
3.	সে সাহায্য পাওয়ার জন্য কি সক্রিয়তা দেখিয়েছিল ?	আপনি সাহায্য পাওয়ার জন্য কি সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছেন ?
4.	সে যীশুকে কি বলে বিশ্বাস করেছিল ?	আপনি যীশুকে কি বলে বিশ্বাস করেন ?
5.	যীশু কেন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি আমার কাছে কি চাও?"	আপনি এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন ?
6.	তার সুস্হতার জন্য তার বিশ্বাস কতটা কার্যকরী ছিল ?	যীশু আপনার জন্য কি করতে পারেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?
7.	কিভাবে সে যীশুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ?	আপনি কিভাবে আপনার প্রতি যীশুর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন ?
8.	দূরে থেকে যীশুর কাছে আসার জন্য তাকে করগুলি ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছিল ?	যীশুর কাছে আসার জন্য যদি আপনাকে এরকম একটার পর একটা ধাপ অতিক্রম করতে হয় আপনি কি তা করবেন ?
9.	বরতীময়ের কাছে অনুতাপের মানে কি ছিল ?	আপনার কাছে অনুতাপের অর্থ কি ?
10.	বরতীময়ের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে সে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিল ?	আপনার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে যীশু আপনাকে মুক্ত করতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?